আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন

বর্ষ-০১ সংখ্যা-০৩, ইস্যু-০৩, মার্চ-জুন ২০২৩

সূচিপত্র

১.	ডেঙ্গু প্রতিরোধে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি	১-৩
২	স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার	৩
৩	আইডিএফ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হিমোফিলিয়া রোগের চিকিৎসা	৪-৫
৪	মল পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়	৫-৬
৫	আইডিএফ এর কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম	৬
৬	হুইল চেয়ার বিতরণ	৭
৭.	ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	৭-১২
	৭.১ স্বাস্থ্যসেবা ও ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প	৭-১০
	৭.২ মিনি হেলথ ক্যাম্প	১০
	৭.৩ চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প	১১
	৭.৪ স্বাধীনতা দিবসে স্বাস্থ্যক্যাম্প	১১-১২
	৭.৫ আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প	১২
৮.	সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য কার্যক্রম	১২-১৩
৯.	কেস স্টাডি	১৩-১৫
	৯.১ Acute Urticaria	১৩
	৯.২ টেলিমেডিসিন	১৪-১৫
১০.	এক নজরে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম	১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : **এ. কে. ফজলুল বারি**
সম্পাদক : **জহিরুল আলম**
সদস্য : ডা. মুক্তা খানম
মৌসুমী চাকমা

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

১. ডেঙ্গু প্রতিরোধে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি

১.১ ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে ডেঙ্গু একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের ১১০টির অধিক দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয়। প্রতি বছর পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে সংক্রমিত হয় এবং তাদের মাঝে দশ থেকে বিশ হাজারের মতো মানুষ মারা যায়। ১৭৭৯ সালে ডেঙ্গুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ডেঙ্গু ভাইরাসের উৎস ও সংক্রমণ বিশদভাবে জানা যায়। মশক নিধনই বর্তমানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। সরাসরি ডেঙ্গু ভাইরাসকে লক্ষ্য করে ঔষধ উদ্ভাবনের গবেষণা চলমান রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশটি অবহেলিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগের একটি হিসেবে ডেঙ্গু চিহ্নিত করেছে।

১.২. ডেঙ্গুজ্বর কি: ডেঙ্গু জ্বর (সমার্থক ভিন্ন বানান ডেঙ্গি) একটি এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগ। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের দুই থেকে সাত দিনের মাঝে সাধারণত ডেঙ্গু রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক রক্তক্ষরী রূপ নিতে পারে যাকে ডেঙ্গু রক্তক্ষরী জ্বর (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার) বলা হয়। এর ফলে রক্তপাত হয়, রক্ত অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায় এবং রক্ত প্লাজমার নিঃসরণ ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনোবা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দেখা দেয়। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়।

১.৩. উপসর্গ: ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। ডেঙ্গু উপসর্গের বৈশিষ্ট্য হল হঠাৎ জ্বর হওয়া, মাথাব্যথা (সাধারণতঃ দু'চোখের মাঝে), মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা এবং র‍্যাশ বের হওয়া। ডেঙ্গুর আরেক নাম "হাড়-ভাঙা জ্বর" যা এই মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা থেকে এসেছে। মেরুদন্ড ও কোমরে ব্যথা হওয়া এ রোগের বিশেষ লক্ষণ। সংক্রমণের কোর্স তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত: প্রাথমিক, প্রবল এবং আরোগ্য।

প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে অত্যধিক জ্বর, প্রায়শ ৪০° সে (১০৪° ফা)-র বেশি, সঙ্গে থাকে সাধারণ ব্যথা ও মাথাব্যথা; এটি সাধারণতঃ দুই থেকে সাতদিন স্থায়ী হয়। এই পর্যায়ে ৫০-৮০% উপসর্গে র‍্যাশ বের হয়। এটা উপসর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে লাল ফুসকুড়ি হিসাবে দেখা দেয়, অথবা পরে অসুখের মধ্যে (দিন ৪-৭) হামের মত র‍্যাশ দেখা দেয়। কিছু petechia (ছোট লাল বিন্দু যেগুলি ত্বকে চাপ দিলে অদৃশ্য হয় না, যেগুলির আবির্ভাব হয় ত্বকে চাপ দিলে এবং এর কারণ হচ্ছে ভগ্ন রক্তবাহী নালী) এই জায়গায় আবির্ভূত হতে পারে, এবং কারোর মুখ ও নাকের মিউকাস মেমব্রেন থেকে অল্প রক্তপাতও হতে পারে।

নিচের উপসর্গগুলো পরিলক্ষিত হলে দ্রুত হাসপাতালে যোগাযোগ করুন-

- তীব্র পেট ব্যাথা
- বারবার বমি
- শরীরের যে কোন স্থান থেকে বিনা কারণে রক্তক্ষরণ
- তীব্র অবসাদ বা অস্থিরতা
- পায়খানা বা বমির সাথে রক্তক্ষরণ।

১.৪. কিভাবে ছড়ায়: কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা) ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক। যেগুলোর মধ্যে এডিস ইজিপ্টি মশকী প্রধানতম। ভাইরাসটির পাঁচটি সেরোটাইপ পাওয়া যায়। ভাইরাসটির একটি সেরোটাইপ সংক্রমণ করলে সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে রোগী আজীবন প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে, কিন্তু ভিন্ন সেরোটাইপের বিরুদ্ধে সাময়িক প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে। পরবর্তীতে ভিন্ন সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত হলে রোগীর মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কয়েক ধরনের টেস্টের মাধ্যমে, যেমন, ভাইরাসটি বা এর আরএনএ প্রতিরোধী এন্টিবডির উপস্থিতি দেখেও ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয় করা যায়।

১.৫. প্রতিক্রিয়া: কিছু লোকের ক্ষেত্রে অসুখটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার কারণে প্রবল জ্বর হয় এবং সাধারণতঃ এক থেকে দুই দিন স্থায়ী হয়। এই পর্যায়ে বুক এবং অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে বর্ধিত ক্যাপিলারি শোষণ ও লিকেজের কারণে প্রচুর পরিমাণে তরল জমে। এর ফলে রক্তপ্রবাহে তরলের পরিমাণ কমে যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়। এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা এবং প্রবল রক্তপাত হয়, সাধারণতঃ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট হতে পারে। ডেঙ্গুর সব ঘটনার ৫%-এরও কম ক্ষেত্রে শক (ডেঙ্গু শক সিনড্রোম) এবং হেমারেজ (ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার) ঘটে, তবে যাদের আগেই ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্যান্য স্টিরিওটাইপ-এর সংক্রমণ ঘটেছে ("সেকেন্ডারি ইনফেকশন") তারা বর্ধিত বিপদের মধ্যে রয়েছেন।

এরপর আরোগ্য পর্যায়ে বেরিয়ে যাওয়া তরল রক্তপ্রবাহে ফেরত আসে। এটি সাধারণত দুই থেকে তিনদিন স্থায়ী হয়। এই উন্নতি হয় চমকে দেবার মত, কিন্তু এতে প্রচন্ড চুলকানি এবং হৃদস্পন্দনের গতি ধীর হতে পারে। আরেকরকম র‍্যাশও বেরোতে পারে ম্যাকুলোপাপুলার বা ভাস্কুলাইটিক রূপে, যার ফলে ত্বকে গুটি বেরোয়। এই পর্যায়ে তরলের অতিপ্রবাহ অবস্থা ঘটতে পারে। যদি এতে মস্তিস্ক আক্রান্ত হয়, তাহলে সচেতনতার মাত্রা হ্রাস অথবা মুর্ছা যাওয়া হতে পারে। এর পর এক ক্লান্তির অনুভূতি অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

১.৬. প্রতিকার: ডেঙ্গু ভাইরাসের কোন স্বীকৃত টিকা/ভ্যাকসিন নেই। সুতরাং প্রতিরোধ নির্ভর করে জীবাণুবাহী মশা নিয়ন্ত্রণ এবং তার কামড় থেকে সুরক্ষার উপর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পাঁচটি মৌলিক দিশাসমেত সংবদ্ধ একমুখী নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সুপারিশ করেছে: (১) প্রচার, সামাজিক সক্রিয়তা এবং জনস্বাস্থ্য সংগঠন ও সমুদয়সমূহকে শক্তিশালী করতে আইন প্রণয়ন, (২) স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগসমূহের মধ্যে সহযোগিতা (সরকারি ও বেসরকারি), (৩) সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণে সুসংবদ্ধ প্রয়াস, (৪) যে কোন হস্তক্ষেপ যাতে সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে হয় তা সুনিশ্চিত করতে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং (৫) স্থানীয় অবস্থায় পর্যাপ্ত সাড়া পেতে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধী টিকা কয়েকটি দেশে অনুমোদিত হয়েছে তবে এই টিকা শুধু একবার সংক্রমিত হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর। মূলত এডিস মশার কামড় এড়িয়ে চলাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই মশার আবাসস্থল ধ্বংস করে মশার বংশবিস্তার প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী বিভিন্ন আধারে, যেমন, কাপ, টব, টায়ার, ডাবের খোলস, গর্ত, ছাদ ইত্যাদিতে আটকে থাকা পানি অপসারণ করতে হবে। শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর হলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়। প্রায়শ রোগীর শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে। মারাত্মক রূপ ধারণ করলে রোগীকে রক্ত দিতে হতে পারে। ডেঙ্গু হলে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক ও ননস্টেরয়েডাল প্রদাহপ্রশমী ঔষধ সেবন করা যাবে না, করলে রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

A. aegypti কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক পদ্ধতি হ'ল এর বৃদ্ধির পরিবেশকে ধ্বংস করে ফেলা। জলের আধার খালি করে অথবা কীটনাশক প্রয়োগ করে অথবা এইসব জায়গায় বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট প্রয়োগ করে, যদিও spraying with অর্গ্যানোফসফেট বা পাইরেথ্রয়েড স্প্রে করাকে খুব লাভজনক ভাবা হয় না। স্বাস্থ্যের উপর কীটনাশকের কুপ্রভাব এবং কন্ট্রোল এজেন্টের ব্যয়বহুলতার কথা মাথায় রেখে পরিবেশ শোধনের মাধ্যমে জমা জল কম করাটাই নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভাল উপায়। মানুষজন পুরো শরীর ঢাকা পোশাক পরে, বিশ্রামের সময় মশারি ব্যবহার করে এবং কীট প্রতিরোধক রাসায়নিক (DEET সবচেয়ে কার্যকর) প্রয়োগ করে মশার কামড় এড়াতে পারে।

১.৭ ডেঙ্গু বিষয়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রম:

সাম্প্রতিককালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আর সাথে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এই আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমাতে সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধরণের সংস্থা বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) দেশব্যাপী ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে, যেমন- বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা, লিফলেট বিতরণ, চিকিৎসা ও যথোপযুক্ত স্থানে রেফার করা। বর্ষার শুরু থেকে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে ১১৪টি শাখার ৫৮জন প্যারামেডিকের মাধ্যমে ৫১৩০জন হেলথ এজেন্টদের নিয়ে সংস্থার কর্মএলাকায় ৫৭৮টি কাউন্সেলিং সেশনের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ৮০০০টি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয় কর্মএলাকার জনসাধারণের মাঝে। মাঠ পর্যায়ে আইডিএফ পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ১৮২জন ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে রোগী, ৩৭জন টেলি হেলথ সেবা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬৬জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। তাছাড়াও ৮৩জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

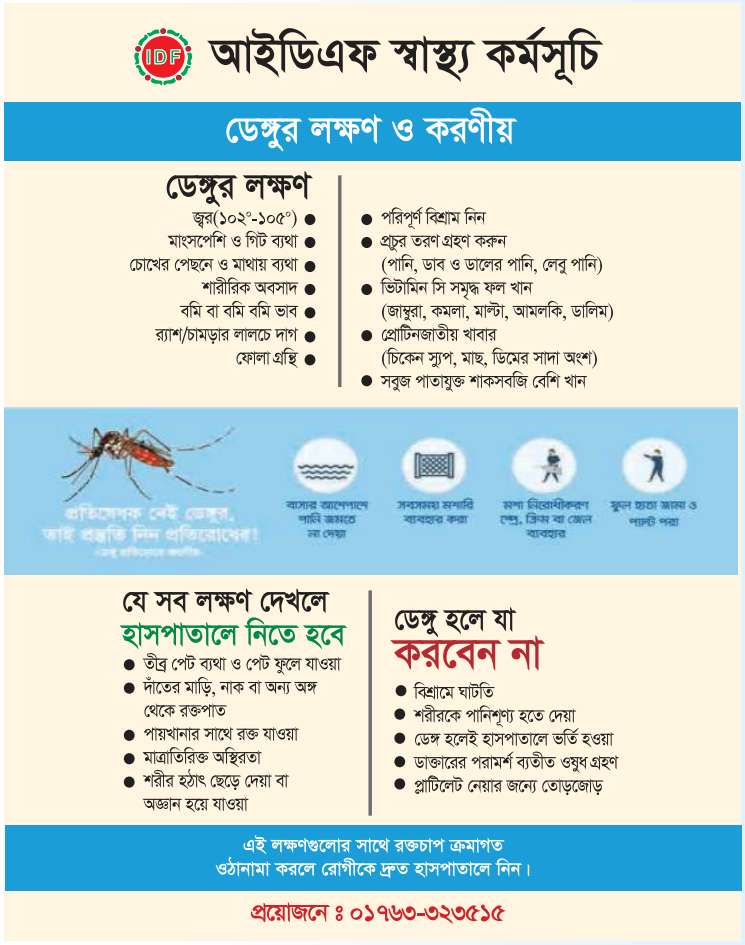

২. আইডিএফ হালিশহর শাখায় স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও সেবা বড় শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় প্রান্তিক নারীরা ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১৪,০০০ নারী নতুন করে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যু হয় প্রায় ৫০ শতাংশের। তাই স্তন ক্যান্সারের প্রতিরোধ, নির্ণয় ও চিকিৎসা বিশ্লেষণ ও উত্তরণের বিষয়ে বিগত ১১.০৩.২৩ ইং তারিখ আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্যোগে আইডিএফ হালিশহর শাখায় স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামটি আয়োজন করেন আইডিএফ হালিশহর শাখার প্যারামেডিক রোকসানা আক্তার মুন। উক্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ স্বাস্থ্য প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ডা. মুক্তা খানম, আইডিএফ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ০২ এর মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর, চট্টগ্রাম শহর-০১ এর এরিয়া ম্যানেজার জনাব খোরশেদুল আলম, উক্ত শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ কুতুব উদ্দিন, হালিশহর শাখার সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৩ জন হেলথ্ এজেন্টসহ মোট ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সদস্যদের সাথে স্তন ক্যান্সারের প্রতিরোধ, নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে ভিডিও প্রেজেন্টেশন করেন ডা. মুক্তা খানম ও ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর। আলোচনা ও প্রেজেন্টেশন শেষে সদস্যদের থেকে ফীডব্যাক সেশন নেয়া হয়। উক্ত সেশনে সদস্যরা তাদের মতামত ও মন্তব্য জানান এবং তাদের নানা ধরণের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন ও সমাধান জানতে চাইলে খুব সুন্দর করে তাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেন ডাঃ মুক্তা খানম ও ডাঃ সাদিকুন নাহার ঝুমুর। এভাবেই আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি অদূর ভবিষ্যতেও মানুষের সেবায় এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩. আইডিএফ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হিমোফিলিয়া রোগের চিকিৎসা

বাংলাদেশ হিমোফিলিয়া সোসাইটি একটি মানবিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বহুদিন যাবত চট্টগ্রাম বিভাগে একটি সেন্টার বা অফিস স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে আসছিল কিন্তু সফল হতে পারছিল না। ২০১৫ সালে আইডিএফ এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এর সাথে যোগাযোগ হলে তিনি এ বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে সপ্তাহে একদিন আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-১ এ অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু হিমোফিলিয়া সোসাইটির জনবল সংকটের কারণে নিয়মিত কর্ম প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হয়নি। আইডিএফ এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক এটি জানতে পেরে সোসাইটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন এবং সংস্থার স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-১ এ ২০১৯ সাল থেকে হিমোফিলিয়া সোসাইটির পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বর্তমানে হিমোফিলিয়া রোগীদের পূনর্বাসনের জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা চালুসহ দূরবর্তী রোগীদের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনেরও ব্যবস্থা করেছে আইডিএফ; যাতে আক্রান্ত রোগীরা আবাসনে থেকে স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে পারে। আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-১ এর ফিজিওথেরাপী সেন্টারে মার্চ/২৩ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত ৩৫ জন রোগী ৪০১টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী চিকিৎসা গ্রহণ করেন এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ১১০ জন রোগী ১৬৩০টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। নিম্নে হিমোফিলিয়া রোগ সম্পর্কে একটি বর্ণনা প্রদান করা হল।

ভূমিকা: হিমোফিলিয়া এক ধরণের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত জন্মগত সমস্যা যা সাধারণত পুরুষদের হয়ে থাকে এবং মহিলাদের মাধ্যমে বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করে। এ রোগীদের রক্তক্ষরণ অতি দ্রুত গতিতে হয় তা নয় বরং এদের রক্তক্ষরণ দীর্ঘক্ষণ ধরে হতে থাকে। রক্ত জমাট বাধার উপকরণ ফ্যাক্টর এইট এর ঘাটতির জন্য হিমোফিলিয়া 'এ' এবং ফ্যাক্টর নাইন ঘাটতির জন্য হিমোফিলিয়া 'বি' হয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হিমোফিলিয়া এর সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭,০০০ জন এরম ত হিমোফিলিয়া রোগী রয়েছে যাদের অধিকাংশকেই এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত হিমোফিলিয়া সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রায় ৩০০০ জন রোগী চিহ্নিত করে সমিতিতে নিবন্ধিত করেছে।

প্রকারভেদ: হিমোফিলিয়া সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন: হিমোফিলিয়া 'এ' ও হিমোফিলিয়া 'বি'।

এই রোগের রোগীরা তিন অবস্থার হতে পারে।

১. মৃদু হিমোফিলিয়া
২. মাঝারি হিমোফিলিয়া
৩. মারাত্মক হিমোফিলিয়া

হিমোফিলিয়া 'এ' ও হিমোফিলিয়া 'বি' উভয় রোগীদের এই তিন অবস্থা হতে পারে।

হিমোফিলিয়া রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ: সাধারণত শিশুর দুই তিন মাস বয়সে কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাল কালো হয়ে ফুলে ওঠা, শক্ত ও গরম হয়ে যাওয়া, হামাগুড়ির সময় বিভিন্ন ছোপ ছোপ দাগ পড়া, লাফালাফি করার সময় ঠোঁটের উপরের অংশ ছিড়ে যাওয়া, জিভ ঠোঁট কেটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু যখন মাঠে খেলতে যায়, অতিরিক্ত হাটাহাটি, লাফালাফি করার কারণে তার হাটু, গোড়ালি, মাংসপেশি ফুলে ওঠা, প্রচন্ড ব্যথা হওয়া, হাত পা বাঁকা হয়ে যাওয়া। উপরোক্ত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে তাৎক্ষণিক হিমোফিলিয়া সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

হিমোফিলিয়া রোগের চিকিৎসা: এখন পর্যন্ত এ রোগের স্থায়ী কোন চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। তবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিলে সম্ভাব্য বড় ধরণের বিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব। এ রোগের রোগীকে সুস্থ রাখার জন্য ঘাটতিকৃত ফ্যাক্টর ৮/৯ ইনজেকশন রোগীকে শিরার মাধ্যমে সঞ্চালন করে সুস্থ রাখা যায়। তবে এই ইনজেকশন দেশে উৎপাদিত ঔষধ নয় এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তা সাধারণের সক্ষমতার মধ্যে নেই। অবশ্য তার বিকল্প হিসেবে তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা/রক্ত পরিসঞ্চালন করে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়। এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ার ২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ রক্তক্ষরণ

- মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ
- ঘাড়ে বা গলায় রক্তক্ষরণ

- পেটের অভ্যন্তরে বা অন্ত্রে রক্তক্ষরণ
- বুকে রক্তক্ষরণ
- তলপেটে রক্তক্ষরণ

মস্তিস্ক, ঘাড়-গলা এবং বুকে রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে সাথে সাথে ব্যবস্থা না নিলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

ফিজিওথেরাপি ও ব্যায়াম: এ রোগে আক্রান্ত রোগীর অধিকাংশ রক্তক্ষরণ জয়েন্ট এবং মাংশপেশিতে হয়ে থাকে। একই জয়েন্টে বা মাংসপেশিতে বারবার রক্তক্ষরণের ফলে আক্রান্ত জয়েন্ট আস্তে আস্তে ফুলে উঠে এবং স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায়। এ অবস্থা চলতে থাকলে রোগী ধীরে ধীরে পঙ্গুত্বের দিকে অগ্রসর হয়। রক্তক্ষরণ পরবর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় রোগীকে একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিয়াট্রিস্ট/ ফিজিওথেরাপিস্ট এর পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম, সাঁতার এবং সাইক্লিং এর মাধ্যমে শারীরিক কার্যক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি রক্তক্ষরণের প্রবণতাও কমানো যায়। তবে যেসব রোগীদের জয়েন্টে রক্তক্ষরণ হয়নি বা ২/১ বার হয়েছে তারা যদি নিয়মিত সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো এবং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে তবে সারাজীবন সুস্থভাবে কাটানো সম্ভব।

৪. মল পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়

মানুষের শরীরের ভেতরকার হাল-অবস্থা বোঝার সবচেয়ে সহজ, সস্তা এবং সর্বাধিক কার্যকর উপায় হচ্ছে তার মল পরীক্ষা। কোনো মানুষ যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হয়, তখন সবার আগে পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয় তার ত্যাগকৃত মল-এ। কারো মল পর্যবেক্ষণ করেই বলে দেওয়া সম্ভব- মানুষটা কতখানি অসুস্থ বা তার রোগটা কেমন ঝুঁকিপূর্ণ? কিন্তু এই সহজ প্রাকৃতিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে কোথাও কোনো গবেষণা নেই। আগেকার দিনে হেকিম-কবিরাজেরা রোগীর মল পরীক্ষা করেই নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় করতেন।

ধরুন, দুইজন মানুষকে পাশাপাশি বসিয়ে একই রকমের সমপরিমাণ খাবার খাওয়ানো হলো। পরবতীতে তাঁরা যখন মলত্যাগ করবেন, তখন তাঁদের দু'জনের মলের রঙ, গন্ধ, আকৃতি, পরিমাণ কোনোটাই হুবহু মিলবে না, বরং দু'জনের শরীরের ভেতরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী মলের রঙ, গন্ধ, আকৃতি, পরিমাণ বদলিয়ে যাবে (ভিন্ন ভিন্ন হবে)। এ কারণেই মল পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে শরীরের হাল-অবস্থা বোঝা তথা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। ত্যাগকৃত মল আসলে আমাদের দেহের ভেতরকার সর্বশেষ অবস্থার ব্লু-প্রিন্ট। কিন্তু আমরা কেউ সেটা জানি না বা বোঝার মতো জ্ঞানী নই। কারো ত্যাগকৃত মল নিয়ে গবেষণা করলে ঠিকঠাক বলে দেওয়া সম্ভব- মানুষটার কি রোগ আর কি তার চিকিৎসা।

এখনকার সময়ে যেগুলোকে বলা হয় 'ডায়গনস্টিক সেন্টার'- আগে বলা হতো প্যাথলজিক্যাল সেন্টার, সেখানে মূলত মল, মূত্র আর রক্ত পরীক্ষাই করা হতো। তারপর এলো এক্সরে মেশিন, তারপর আল্ট্রাসনোগ্রাম করার যন্ত্র, এভাবে ক্রমশ সর্বাধুনিক কম্পিউটারাইজড এমআরআই মেশিন পর্যন্ত। কিন্তু বাদ পড়ে গেল মল পরীক্ষা- যেটা ছিল সবচেয়ে সস্তা, সহজ, কিন্তু অতিশয় কার্যকর ও নিখুঁত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। আজকাল মল পরীক্ষার বিষয় প্রায় দেখাই যায় না, ডাক্তারও খুব একটা প্রয়োজন বোধ করেন বলে মনে হয় না।

মল দেখে বুঝে নিন শরীরের ভেতরকার হাল-অবস্থা

খিদে বা খাওয়া নিয়ে আমরা যতটা মাথা ঘামাই, মলত্যাগ নিয়ে ততটা নয়। অথচ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য দু'টোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। খাওয়ার অনিচ্ছা, মুখে রুচি না থাকা যেমন শরীর খারাপের লক্ষণ, তেমনি মলত্যাগ স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা, তার থেকে বোঝা যায় শরীর সুস্থ কিনা? যে কোনো রোগের লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে মল-এ। মল পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে "দ্য ব্রিস্টল স্টুল স্কেল" অনুসরণ করা হয়। এই তালিকা দেখে আপনিও মিলিয়ে নিতে পারবেন যে, কতখানি সুস্থ আছেন?

ছবিতে প্রদর্শিত প্রথম বা দ্বিতীয় ধরনের মল হলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রয়েছে। প্রথম ধরনের ক্ষেত্রে মল খুবই শক্ত হয় ও মলত্যাগ করতে কষ্ট হয়। দ্বিতীয় ধরনের মল অতটা শুষ্ক হয় না। স্বাভাবিক মল দেখতে তৃতীয় বা চতুর্থ ধরনের মতো হয়। তৃতীয় ধরনের মল দেখতে সতেজের মতো হয়। উপরিভাগে ফাটল থাকে। চতুর্থ ধরন হলো আদর্শ- নরম, সমান ও সাপের মতো। পঞ্চম থেকে সপ্তম ধরনের মল ডায়রিয়ার লক্ষণ। পঞ্চম ধরনে নরম, ছাড়া ছাড়া মল হয় এবং খুব সহজে চেষ্টা ছাড়াই তা ত্যাগ করা যায়। ষষ্ঠ ধরনের মল অতিরিক্ত তরল থাকার কারণে জমাট বাঁধে না। সপ্তম ধরনের মল পুরোটাই তরল হয়। কঠিন পদার্থ তৈরিই হয় না। এই ধরনের মল অ্যাকিউট ডায়রিয়ার লক্ষণ।

শরীরের পৌষ্টিকতন্ত্র সুস্থভাবে কাজ করলে মলত্যাগ করাও সহজ হয়। কলিজা থেকে বাইলের ক্ষরণ সঠিকভাবে হলে এবং খাবারের পরিপাক সঠিক হলে হলুদ বর্ণের যে মল হবে, সেটাই স্বাভাবিক রঙ। এই ধরনের মলে হজম না হওয়া কোনো খাবার লেগে থাকে না। ঠিকঠাক মলত্যাগ করার জন্য খাওয়ার সময় যত্ন সহকারে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে। খাওয়ার সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকুন। ধীরে ধীরে খান। কেননা মুখেই উৎসেচকের মাধ্যমে হজমের প্রথম ধাপ শুরু হয়ে যায়। ভালো করে চিবিয়ে খেলে খাবারের পুষ্টিগুণও ভালোমতো শরীরে শোষিত হবে। এতে হজম ভালো হবে এবং সকালের মলত্যাগও স্বাভাবিক থাকবে। অন্যদিকে কারো শরীর ঠিকমতো কাজ না করলে তার প্রথম লক্ষণ হবে অস্বাভাবিক মল। মলের রঙ ও ঘনত্ব যদি ঠিকঠাক না থাকে, তাহলে এখনই সাবধান হয়ে যান।

যে কোনো মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্তি লাভ করে ঠিকঠাক মলত্যাগ করতে পারলে, কিন্তু উল্টাপাল্টা খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেকেই এ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় আছেন! আঁশযুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে খেলে সহজে মলত্যাগ হয়ে যায় আর কোলন সব সময় পরিষ্কার থাকে। আবার মল-এর রঙ যথাসম্ভব সবুজাভাব রাখতে পারার অর্থ আপনি সুস্থ আছেন। আর সেটা তখনি ঘটবে- যখন আপনি টাটকা সবুজ (উদ্ভিজ্জ) খাবার বেশি পরিমাণে খাবেন। সবচেয়ে ভালো হয় হাই কমোড ছেড়ে প্যান-এ মাটির সমতলে বসে মলত্যাগ করতে পারলে।

আমরা প্রতিদিন কী খাচ্ছি, তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কী ত্যাগ করছি? ত্যাগকৃত মলমূত্র শরীরের ভেতরকার প্রকৃত অবস্থার প্রতিচ্ছবি! সুস্থতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে দুই থেকে তিনবার মলত্যাগ করতেই হবে। মল যেন বেশি পাতলা বা অতিরিক্ত শক্ত না হয়- সেজন্য খাদ্যাভ্যাসের ভুল থাকলে অনতিবিলম্বে শুধরিয়ে নিতে হবে। কোন বেলায় কী খাচ্ছেন আর কখন কী ত্যাগ করছেন- সেই হিসাব রাখতে হবে আপনাকেই। বিশেষ সতর্কতা এই যে, মলের সঙ্গে যেন রক্ত না যায়। যদি কখনো এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, সেক্ষেত্রে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। (সৌজন্যে - জনাব রাজিব আহমদ)

৫. আইডিএফ প্রধান কার্যালয়ে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম

২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কৃমি নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সাল থেকে বছরে দুইবার জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায়, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় গত জানুয়ারি, ২০২৩ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কৃমিজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কৃমির ওষুধ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিগত ৩রা এপ্রিল, ২০২৩ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে আইডিএফ হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় কৃমির ওষুধ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, জনাব জহিরুল আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর মোঃ শহিদুল আমিন চৌধুরী ও জওহর লাল দাস এবং উপ নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিজাম উদ্দিন, হেলথ ডিরেক্টর হোসনে আরা বেগম, মাইক্রোফাইন্যান্স ডিরেক্টর মোঃ সেলিম উদ্দিন এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব জহিরুল আলম, জনাব মোঃ নিজাম উদ্দীন, প্রফেসর মোঃ শহিদুল আমিন চৌধুরী ও জনাব জওহর লাল দাস।

কৃমিরোগ নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃমির ঔষধ খাওয়ার গুরুত্ব, নিয়ম ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. মো. আশরাফ আলী। প্রেজেন্টেশন শেষে প্রশ্ন-উত্তর সেশন এর মাধ্যমে সবার মধ্যে কৃমির ঔষধ নিয়ে নানা অজানা ভীতি ও ভুল ধারণা দূরীভূত হয়। অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার পর সবার মধ্যে কৃমির ঔষধ বিতরণ করা হয়। পরবর্তী কার্যদিবস হতে আইডিএফ এর সকল শাখায় কর্মরত প্যারামেডিকগণের সহায়তায় কৃমির ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সকলের অংশগ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একদিন বাংলাদেশ থেকে কৃমি নির্মূল হবে এ প্রত্যাশা নিয়েই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এ মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬. হুইল চেয়ার বিতরণ

কর্ণেলহাট শাখার ১৭/ম কেন্দ্রের (ধাপাপাড়া) সদস্য রত্না দাশ (০৪৪২) এর ১৪ বছর বয়সী মেয়ে ঊষা দাশ। তার ৫ বছর বয়সে টাইফয়েড জ্বরের কারনে হাত-পা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন চিকিৎসা নিলেও পঙ্গুত্ব থেকে উঠে আসা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় সদস্যা আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন কার্যক্রম ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জেনে উক্ত শাখার প্যারামেডিক উত্তম কুমার সরকার ও শাখা ব্যবস্থাপকের শরনাপন্ন হন। এরপর প্যারামেডিক উত্তম কুমার সরকার, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-১ এর প্যারামেডিক সুমন চন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে একটি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেন। উক্ত সদস্য হুইল চেয়ার পাওয়ায় আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রতি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৭. ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

আইডিএফ এর সদস্য ও কর্মএলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্পটভিত্তিক বিভিন্ন স্বাস্থ্যক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এসব স্বাস্থ্যক্যাম্পে যেসকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় তন্মধ্যে ব্লাড গ্রুপিং, জেনারেল হেলথ, ডায়াবেটিস চেকআপ অন্যতম। এছাড়াও স্পট ভিত্তিক আয়োজিত হেলথ ক্যাম্পে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সদস্য ও সদ্যসর বাহিরে জনসাধারণকে সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। এসকল ক্যাম্পের আয়োজন ও পরিচালনা করেন শাখাসমূহে দায়িত্বরত প্যারামেডিকগণ এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন হেলথ এজেন্টগণ। মূলত জটিল রোগীর ক্ষেত্রে প্যারামেডিকগণ টেলিহেলথ এর মাধ্যমে এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। অন্যান্য সময় প্রত্যেক হেলথ এজেন্ট তাদের নিজ নিজ এলাকায় হেলথ চেক ও প্রয়োজনানুসারে টেলিহেলথ সেবার মাধ্যমে প্যারামেডিক বা এমবিবিএস ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। ক্যাম্পসমূহে বিনামূল্যে ঔষধও বিতরণ করা হয়। এ সকল ক্যাম্পসমূহে দায়িত্বরত প্যারামেডিক ও হেলথ এজেন্ট ছাড়াও সংশ্লিষ্ট শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অন্যান্য সহকর্মীগণ উপস্থিত থেকে ক্যাম্পসমূহ সফলভাবে পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। কিছু ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট যোনাল ও এরিয়া ম্যানেজারও উপস্থিত থাকেন এবং ক্যাম্পে উপস্থিত সকলের মাঝে আইডিএফ এর সুযোগসুবিধাসমূহ নিয়ে গঠনমূলক উপস্থাপন করেন। আবার কিছু ক্যাম্পে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিগত কোয়ার্টারে শাখাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত স্বাস্থ্যক্যাম্পসমূহে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার বিবরণ ছক আকারে এ সংখ্যার সর্বশেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কিছু স্বাস্থ্যক্যাম্পের সংবাদ প্রকাশ করা হল।

৭.১ স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প

৭.১.১ ফটিকছড়ি শাখা:

বিগত ৩০,০৫,২০২৩ ইং তারিখ আইডিএফ এর ফটিকছড়ি শাখার আওতাধীন ২৭/ম স্পট এ একটি স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, উক্ত ক্যাম্পে ৪২ জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় এবং ৪৮ জনকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্যারামেডিক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সুইচিং মার্মা এবং মোঃ আবু হানিফ ইকবাল। এছাড়াও উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক প্রবীর বড়ুয়া ও শাখার সহকর্মী ঝন্টু বড়ুয়া।

৭.১.২ রামগড় শাখা

বিগত ১৬.০৫.২৩ তারিখে আইডিএফ রামগড় শাখার ১৯/ম ও ১১৯/ম খাগড়াবিল হেলথ স্পট এ একটি চিকিৎসা সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সর্বমোট ৮জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৭২ জনের (সদস্য ৫৪ জন ও নন সদস্য ১৮ জন) ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়, ০৫ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং সদস্য ও তাদের পরিবারের মাঝে ৪০ জনকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্য ঔষধ বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্যারামেডিক সুইচিং মারমা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন প্যারামেডিক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং প্যারামেডিক আবু হানিফ ইকবাল।

৭.১.৩ নারায়নহাট শাখা

বিগত ১৩.০৩.২৩ তারিখে আইডিএফ মানিকছড়ি এরিয়ার নারায়ণহাট শাখায় ৫/ম রাজার টিলা হেলথ স্পট এ একটি ফ্রী চিকিৎসা সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সংস্থার ৫২ জন সদস্যা ও তাদের পরিবারের সদস্যাদের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় ও নন-সদস্য ১৫ জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় এবং ৪০ জনকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিগত ১০.০৫.২৩ তারিখে নারায়ণহাট শাখার ৩১/ম ও ৩২/ম গ্রাম পাড়া হেলথ স্পট এ একটি চিকিৎসা সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সর্বমোট ১০৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে ৯৬ জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে সদস্য ৫৬ জন ও মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী ৩০ জন কে বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১০ জন নন সদস্যর স্বল্পমূল্যে ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং সদস্যদের মাঝে ৩০ জনকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পসমূহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্যারামেডিক সুইচিং মারমা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন প্যারামেডিক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং প্যারামেডিক আবু হানিফ ইকবাল।

৭.১.৪ সেনবাগ শাখা

আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি সেবার মান সদস্য ও সদস্য পরিবার এবং প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বেগবান করার জন্য আই ডি এফ সেনবাগ শাখায় ১/ম ও ১১/ম লালপুর হেলথ স্পট এ বিগত ২১.৫.২৩ ইং তারিখ একটি স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সর্বমোট ৫৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে ৪৮ জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় (সদস্য ও সদস্যার পরিবারের সর্বমোট ৪৩ জন ও নন সদস্য ০৫ জন) এবং ৩ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন সেনবাগ ও ছাগলনাইয়া শাখার প্যারামেডিক হৃদয় কুমার সরকার এবং সহযোগিতা করেন সিনিয়র প্যারামেডিক জনাব জহির উদ্দিন। এছাড়াও ক্যাম্প এ উপস্থিত ছিলেন সেনবাগ শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মিঠুন কুমার প্রামাণিক এবং উক্ত প্রোগ্রামে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ ইয়াছিন (F.O), হেলথ স্পট এর হেলথ এজেন্ট ও ১১৯/ম কেন্দ্রের কেন্দ্র প্রধান বিবি কুলসুমা।

৭.১.৫ চৌডালা শাখা

আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় চৌডালা শাখার উদ্যোগে মাদ্রাসাপাড়া গ্রামে ০৯/০৫/২০২৩ ইং তারিখে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সদস্যা, সদস্যার ছেলেমেয়ে ও নন-সদস্য সর্বমোট ৪৫ জন কে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে দেওয়া হয়। উক্ত ক্যাম্পের আয়োজন করেন চৌডালা শাখার প্যারামেডিক আবু হাসান এবং সহযোগিতা করেন শাখার সিনিয়র ফিল্ড অফিসার মোঃ ওমর আলী, মোঃ শাহাদত হোসেন ও তুষার আহম্মেদ। বিনামূল্যে এই ধরনের সেবা পেয়ে উপস্থিত সকলে আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৭.১.৬ শেরপুর শাখা

স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ও সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান করার স্বার্থে আইডিএফ শেরপুর শাখার উদ্যোগে গোড়তা এলাকায় বিগত ১১ই ও ১২ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখ হেলথ্ স্পট নং ০২ (১২৮/ম, ১০৭/ম কেন্দ্রে) ও হেলথ্ স্পর্ট নং ১৯ (খানপুর ১০৪/ম কেন্দ্রে) এ স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে ৭৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং এবং ১৯০ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ১০৬ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের এমবিবি-এস ডাক্তার দ্বারা ৮ জনকে টেলিমেডিসন সেবা প্রদান করা হয়, ৯ জন রোগীকে বগুড়া মেডিকেল হাসপাতালে দেখানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং ১৪ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। তাদের মাঝে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে রোগীদের জ্বর, ঠান্ডা-কাশি, কোমর ব্যথা, হাটুর ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগের ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্যারামেডিক মোঃ রুবেল হোসেন ও রুহুল আমিন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ হাসান রেজা ও শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ।

৭.১.৭ বালিয়াডাঙ্গা শাখা

বিগত ২২.০৩.২০২৩ ইং তারিখে আইডিএফ বালিয়াডাঙ্গা শাখায় একটি ফ্রী ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে ৬১ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন বালিয়াডাঙ্গা শাখার প্যারামেডিক মোঃ আরিফুল ইসলাম এবং সহযোগিতায় ছিলেন রহনপুর শাখার প্যারামেডিক আবু হাসান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখার প্যারামেডিক রাজীব বিল্লাহ। এছাড়াও ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও ফিল্ড অর্গানাইজার রাকিব উদ্দিন।

৭.১.৮ গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম শাখা

বাংলাদেশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আইডিএফ ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ সেবা ও বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মসূচিও সফলতার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ এর উপকারভোগী সদস্যা, সদস্যার পরিবারবর্গ ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ এর স্বাস্থ্য সেবার মান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মার্চ-জুন, ২০২৩ ইং তারিখ সময়ে আইডিএফ নাটোর এরিয়ার বড়াই-গ্রাম ও গুরুদাসপুর শাখার আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠার জন্য সর্বমোট ৪টি (২টি মিনি হেলথ ক্যাম্প ও ২টি ব্লাড গ্রুপিং) ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৬৩ জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান, ১১জনের ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয় এবং ৭ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ২টি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পে ৮৮ জনকে ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্প ও ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্পসমূহ পরিচালনা করে বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর শাখার প্যারামেডিক মোঃ রুহুল আমিন।

৭.১.৯ এমচরহাট শাখা

স্বাস্থ্য কর্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০৬.০৩.২০২৩ ইং তারিখ রোজ সোমবার আইডিএফ সাতকানিয়া এরিয়ার অন্তর্গত এমচরহাট শাখার আওতাধীন কর্মকার পাড়া হেলথ স্পটে একটি ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং এবং চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পে ৫২ জনকে ব্লাড গ্রুপিং, ০৭ জন রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা এবং ০৫ জন রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। আইডিএফ, স্বাস্থসেবা কেন্দ্র-০১ এর অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার ডা. ফয়জুন নেছা হক টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করেন। ব্লাড গ্রুপিং এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন আইডি-এফ এমচরহাট শাখার সিনিয়র প্যারামেডিক জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন বাবলু, আবু বক্কর ছিদ্দীক। সার্বিক সহযোগিতা করেন উপসহকারী কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং হেলথ এজেন্ট চন্দনা কর্মকার।

৭.১.১০ মরিয়মনগর শাখা

মাননীয় নিবাহী পরিচালক মহোদয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুবিধা বঞ্চিত সদস্য ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত ০৯.০৪.২০২৩ ইং তারিখে আইডিএফ মরিয়মনগর শাখার জেলে পাড়া থেলথ স্পটে থেলথ স্পট ভিত্তিক কাযক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে একটি ব্লাড গ্রপিং ক্যাম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সংস্থার সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর মাধ্যমে রোগীদের টেলিমেডিসিন সেবাও প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে মোট উপস্থিত ছিলেন ৮৮ জন। ব্লাড গ্রুপিং করা হয় ৬৩ জনকে। নন সদস্য

৬ জন ও ৫৭ জন সদস্য এবং সদস্যর ছেলে - মেয়ের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। সাধারণ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন ২৫ জন। টেলি-মেডিসিন সেবা নেন ০৩ জন। ০৪ জনের ডায়াবেটিস চেক করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন মরিয়মনগর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মমতাজ উদ্দিন, সহকর্মী পবন দাশ গুপ্ত। সার্বিক সহযোগিতা করেন হেলথ এজেন্ট বীনা দে। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন প্যারামেডিক মোঃ ফাহাদ বিন রাসেল, আতিকুর রহমান ও দীপু চাকমা।

৭.১.১১ আড়ানী শাখা

আইডিএফ আড়ানী শাখায় বিগত ১৪.০৩.২০২৩, ১৫.০৩.২০২৩ ও ১৬.০৩.২০২৩ ইং তারিখে সদস্য ও সদস্যার বাহিরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে তিনটি স্বাস্থ্য সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পসমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবাও প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পসমূহে সর্বমোট ১৩৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং, ৪৫ জনকে সাধারণ চিকিৎসা সেবা ও ২১ জন রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পসমূহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন বিলাস রঞ্জন সরকার (ডিএমএফ), তরুন কুমার (ডিএমএফ) ও মোঃ মনিরুজ্জামান (ডিএমএফ) এবং টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করেন ডা: সাদিকুন নাহার ঝুমুর (এমবিবিএস)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ আড়ানি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকর্মী মিলন কুমার, সহকর্মী মোঃ শরিফুল ইসলাম ও সহকর্মী মোঃ রফিকুল ইসলাম। সার্বিক সহযোগিতা করেন কেন্দ্রের হেল্‌থ এজেন্ট মোছাঃ পারভিন বেগম, মোছাঃ রওশন আরা বেগম ও জুথি রানী।

৭.২ মিনি হেলথ ক্যাম্প

৭.২.১ কাপাসিয়া শাখা:

বিগত ১৫.০৩.২৩ ইং তারিখে আইডিএফ ঢাকা এরিয়ার কাপাসিয়া শাখার রামপুর ৬১/ম হেল্‌থ স্পটে মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৪৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে ৩৪ জন রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, ৫ জনের ডায়াবেটিস টেস্ট এবং ৬ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন প্যারামেডিক বিদেশ রায়।

৭.২.২ মনোহরদী শাখা

আইডিএফ ঢাকা এরিয়ার মনোহরদি শাখার ঘাগটিয়া ১৪/ম হেল্‌থ স্পটে বিগত ২৩.০৫.২৩ ইং তারিখে মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৪৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে ৪০ জন রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, ৪ জনের ডায়াবেটিস টেস্ট এবং ৪ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন প্যারামেডিক বিদেশ রায়। ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীরা আইডিএফ এর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৭.৩ চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

৭.৩.১ চক্ষু ক্যাম্প, সরকারহাট শাখা

বিগত ০৪.০৬.২৩ ইং তারিখে আইডিএফ সরকারহাট প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম এর হাটহাজারী পৌরসভার শাঁয়েস্তা খা পাড়ায় একটি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ও চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল এর সহযোগিতায় ক্যাম্পটি বাস্তবায়ন করে আইডিএফ। উক্ত ক্যাম্পে রোগী দেখেন চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের একটি বিশেষ চৌকস দল। উক্ত ক্যাম্পে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ১১৭ জন- যার মধ্যে ৮২ জনকে চক্ষু চিকিৎসা ও ৩৫ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে চক্ষু চিকিৎসা প্রাপ্তদের মধ্য থেকে ১৫ জন রোগীকে সম্পূণ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে অপারেশন করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন আইডিএফ সরকারহাট শাখার প্রবীণ কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ ওহিদুর রহমান, লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের ক্যাম্প অর্গানাইজার জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এবং সহযোগিতায় ছিলেন আইডিএফ স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০২, আইডিএফ হালিশহর ও পাহাড়তলী শাখার প্যারামেডিক রোকসানা আক্তার মুন এবং আইডিএফ বহদ্দারহাট ও অক্সিজেন শাখার প্যারামেডিক মোঃ আতিকুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ সরকার হাট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ রেজাউল করিম, ফিল্ড অফিসার জনাব মোঃ ওমর ফারুক এবং প্রশিক্ষণার্থী কৃষি অফিসার মোঃ রাসেল সরকার।

৭.৩.২ ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প, কদলপুর সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি

বিগত ৩১.০৫.২৩ ইং তারিখে আইডিএফ কদলপুর সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতাধীন ০৮ নং কদলপুর উনিয়ন পরিষদে ভবনে একটি ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ০৮ নং কদলপুর উনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন চৌধুরী এবং আইডিএফ ব্রাহ্মণহাট এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন। ক্যাম্পে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করেন চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের একটি বিশেষ টিম। উক্ত ক্যাম্পে মোট রোগীর সংখ্যা ১৬৭ জন যার মধ্যে ১৯ জন রোগীকে ছানী অপারেশনের জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন আইডিএফ কদলপুর সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির সমন্বয়কারী জনাব মোঃ সালাউদ্দীন, প্যারামেডিক নুমংচিং মারমা ও প্যারামেডিক সুমন কান্তি দে। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ এহছান উদ্দীন, (সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা), শাহাজাদী আসমা (শিক্ষা সুপারভাইজার) ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ।

৭.৩.৩ ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প, সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত ২৪.০৫.২০২৩ ইং তারিখে সাতকানিয়া উপজেলায় চিব্বাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এ একটি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সর্বমোট ১৮৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং ৩৫ জন রোগীকে ছানী অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়। গত ২৩.০৬.২০২৩ ইং তারিখে ২০ জন ছানী অপারেশনযোগ্য রোগীকে বিনামূল্যে চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে অপারেশন করানো হয়। রোগীদের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্যারামেডিক মুতাসিম বিল্লাহ, রাব্বি আহমেদ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ।

৭.৪ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-০১ এর স্বাস্থ্য ক্যাম্প

বিগত ১৬.০৩.২০২৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০টা হতে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এলাকার দরিদ্র, বয়স্ক ও শিশুদের জন্য একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ১০৪ জন (পুরুষ রোগী-৩২ জন, মহিলা রোগী-৪৯ জন ও শিশু রোগী-২৩ জন) রোগী বিনামূ-ল্য চিকিৎসা ও ঔষধ সেবা গ্রহণ করেন। উক্ত চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন ডা. ফয়জুন নেছা হক ও ডা. শফিকুজ্জামান চৌধুরী এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডা. মুক্তা খানম।

এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্যারামেডিক তমাল ভারতী ও মোঃ আতিকুর রহমান। ক্যাম্প সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন ম্যানেজার শামীমা আক্তার, ফার্মাসিস্ট রুখসার ফাতেমা ও রিসিপশনিষ্ট জান্নাতুল নাঈম। ক্যাম্পটির আয়োজন করেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০১ এর সিনিয়র প্যারামেডিক সুমন চন্দ্র সরকার।

৭.৫ আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প

বিগত ২০.৩.২০২৩ ও ২১.০৩.২০২৩ ইং তারিখে সাতকানিয়া আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এতে ১০৪ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। রোগীদের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ এবং ৬৬ জন মহিলা চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন- ডা. শফিকুজ্জামান চৌধুরী, ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর ও ডা. ফয়জুন্নেছা হক। উক্ত অনুষ্ঠানে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির স্টলে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ১৮ জনের ডায়াবেটিস টেস্ট এবং ৫২ জনের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী। আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর ডা. মুক্তা খানম এর নির্দেশনায় ক্যাম্প আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিনিয়র প্যারামেডিক জিয়া উদ্দিন বাবলু, তৌহিদুল ইসলাম, আফজাল হোসেন ও রাব্বি আহমদ।

৮ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য কার্যক্রম

৮.১ কদলপুর এ মেডিসিন, গাইনী ও সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

আইডিএফ কদলপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত ২০.০৩.২৩ ইং তারিখে আমির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২১.০৬.২৩ ইং তারিখে তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় মোট দুইটি মেডিসিন, গাইনী ও সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। আমির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পে ১৫৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. মোঃ তারিকুল ইসলাম (এমবিবিএস), পিজিটি (মেডিসিন) ও ডা. মাসুমা খাতুন মিলি (এমবিবিএস), পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস্)। তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১৮৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. মোঃ আনিসুল হক খান (এমবিবিএস), বিসিএস (স্বাস্থ্য) ও ডা. সৈয়দা উম্মে হাবিবা (এমবিবিএস), পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস্)। উক্ত ক্যাম্পসমূহে সহযোগী প্যারামেডিক ছিলেন নুমংচিং মারমা ও সুমন কান্তি দে। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ এহছান উদ্দীন (সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা), শাহাজাদী আসমা (শিক্ষা সুপারভাইজার)। এছাড়াও উক্ত আলোচনা সভা ও ক্যাম্পসমূহে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণহাট এর এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন, আমির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রফিক, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ সালাউদ্দীন।

৮.২ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান

বিগত ২২.০৫.২৩ ইং তারিখে আইডিএফ কদলপুর সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় সাপ্তাহিক স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩১ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. জান্নাতুল নাঈম ইনা (এমবিবিএস), পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস), সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল। সহযোগিতায় ছিলেন আইডিএফ এর প্যারামেডিক সুমন কান্তি দে ও ০৭ নং ওর্য়াডের স্বাস্থ্য পরিদর্শক ঋতু বড়ুয়া।

৮.৩ স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ১১.০৬.২৩ ও ১২.০৬.২৩ ইং তারিখে আইডিএফ ও পিকেএসএফ এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ০৮ নং কদলপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের দুই দিন ব্যাপি "স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ" আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন আইডিএফ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির ফোকাল পার্সন জনাব মোঃ মহিউদ্দিন কায়সার চৌধুরী। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণহাট এর এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ সালাউদ্দীন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রির্সোস পার্সন ডা. নেওয়াজ হাসান, এমবিবি-এস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এবং সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নুমংচিং মারমা ও সুমন কান্তি দে। প্রশিক্ষণ শেষে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৮.৪ সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য ক্যাম্প

আইডিএফ সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত ১৫.০৬.২০২৩ ইং তারিখে তারিখে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় মাওলানা এম এ বারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এ এবং ২২.০৩.২০২৩ ইং তারিখে ঠাকুরদিঘী নুরুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসায় মোট দুইটি সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মাওলানা এম এ বারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এ আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৬৬ জন পুরুষ ও ৫২ জন মহিলা, সর্বমোট ১১৮ জন রোগীকে এবং ঠাকুরদিঘী নুরুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসায় আয়োজিত ক্যাম্পে ৬৪ জন পুরুষ ও ৬১ জন মহিলা, সর্বমোট ১২৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পসমূহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. শুভেন্দ্র শুভ (এমবিবিএস), বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডা. মোঃ রাসেল (এমবিবিএস) ও ডা. আইরিন সুলতানা (এমবিবিএস)। ক্যাম্পদুটিতে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্যারামেডিক মুতাসিম বিল্লাহ, রাব্বি আহমেদ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ। এছাড়াও উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির ফোকাল পারসন জনাব মহিউদ্দিন কায়সার চৌধুরী, সমৃদ্ধি সমন্বয়ক জনাব মোসলেহ উদ্দিন, শিক্ষা সুপারভাইজার ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।

৯. কেস স্টাডি

৯.১ Acute Urticaria, আইডিএফ স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ০২

জারিয়াতুল মারিয়া শান্তা, হালিশহর শাখা

আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বিগত ১৬.০৫.২৩ ইং তারিখে ২৯ বছর বয়সী জারিয়াতুল মারিয়া শান্তা চিকিৎসা নিতে আসেন। রোগীর হঠাৎ করে ঠোট ও মুখ ফুলে যায়, চুলকানি বা ব্যথা ছিল না। তবে ঠোটে সামান্য জ্বালাপোড়ার সমস্যা ছিল। আইডিএফ স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০২ এর মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। দুদিন পর রোগীর ফলোআপ করে দেখা যায় রোগী পুরোপুরি সুস্থ। তিনি আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্যারামেডিক রোকসানা আক্তার মুন।

৯.২ টেলিমেডিসিন

৯.২.১ Puritic Nodule

মোঃ আকতার হোসেন, আড়ানী শাখা

আইডিএফ আড়ানী শাখার ১৭/ম কেন্দ্রের সদস্য মোছাঃ আদরি বেগম এর বড় ছেলে মোঃ আকতার হোসেন, বয়স ১২ বছর। রোগী দীর্ঘদিন ধরে পা এর অধিকাংশ জায়গায় (যেমন: পা, হাঁটুর বিপরীত পৃষ্ঠা, গোড়ালী) চুলকানি, ছোট ছোট ফুশকুড়ি, লালচে বর্ণ, পুঁজ ও রস ক্ষরণ এর সমস্যায় ভুগছিল এবং ক্রমশ এই সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়। যার কারনে ত্বক আরো শুষ্ক হয়ে যায়, পুরু হয়ে ওঠে ও চুলকানি বেড়ে যায়। ছেলের এই সমস্যা নিয়ে মোছাঃ আদরি বেগম আইডিএফ আড়ানী শাখার প্যারামেডিক জনাব বিলাস রঞ্জন এর সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে তাকে সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের ১ মাস পর ফলোআপ করলে দেখা যায় মোঃ আকতার হোসেন বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ।

৯.২.২ Lichen Planus

মোঃ আল আমিন, মহিচাইল শাখা

বিগত ২রা এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখে কুমিল্লা এরিয়ার আওত-াধীন মহিচাইল শাখার গনিপুর হেল্‌থ স্পটে মোছাঃ রাহিমা আক্তার তার ১৭ মাস বয়সী বাচ্চার পিঠে ৭ দিন ধরে ক্ষত এর মত দেখতে এক ধরনের চর্মরোগ নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসেন। মহিচাইল শাখার প্যারামেডিক মো. মাসুদ হোসেন সাথে সাথে আইডিএফ হেল্‌থ সেন্টার-২ এর দ্বায়িত্বরত মেডিকেল অফিসার ডা: সাদিকুন নাহার ঝুমুর এর সঙ্গে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা নিশ্চিত করেন। আক্রান্ত শিশুর ক্ষত দেখে ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর Lichen Planus নামক চর্মরোগ নির্ণয় করেন এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক এর মাধ্যমে চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে ৭ই মে ২০২৩ইং তারিখে ফলো-আপ নিয়ে দেখা যায় শিশুটি আরোগ্য লাভ করেছে।

৯.২.৩ রোগের নাম: Miliaria

মোঃ নুমান আহমেদ বাশির, বাঘা শাখা

আইডিএফ বাঘা শাখার মোঃ মিলন প্রাং ও মোছাঃ খাদিজা বেগম এর ছেলে মোঃ নুমান আহমেদ বাশির কয়েকদিন যাবৎ গলায় চুলকানি ও ছোট ছোট ফুসকুড়ির সমস্যায় ভুগছিল। এই সমস্যা নিয়ে সংস্থার প্যারামেডিক জনাব বিলাস রঞ্জন এর সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে তাকে সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়। টেলিমেডিসিন সেবা নিয়ে মোঃ নুমান আহমেদ বাশির বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ।

৯.২.৪ Irritant Contact Dermatitis

আবদুর রহিম, বক্তারমুন্সী শাখা

বিগত ৬ জুন ২০২৩ তারিখে বক্তারমুন্সী শাখার সদস্য নূর নাহার তার স্বামীর চর্মরোগজনিত সমস্যা নিয়ে শাখা অফিসে চিকিৎসার জন্য আসেন। সে সময় উক্ত শাখায় দায়িত্বরত প্যারামেডিক মোঃ জহির উদ্দিন আইডিএফ হেলথ প্রোগ্রামের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর এর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি টেলিসেবার মাধ্যমে Irritant Contact Dermatitis নির্ণয় এবং তদানুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ৬ আগস্ট ২০২৩ ইং তারিখে ফলোআপ করে দেখা যায় উক্ত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন।

৯.২.৫ Tenia fecie

ফারজানা আক্তার, চান্দিনা শাখা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে চান্দিনা শাখার ছাইকোট হেলথ স্পটে সদস্যা নাসিমা আক্তার তার ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ের চর্মরোগ এর চিকিৎসা করাতে আসেন। সংস্থার এমবিবিএস ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর টেলিসেবার মাধ্যমে রোগীর Tenia fecie রোগ নির্ণয় করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার নির্দেশনা দেন। সে মোতাবেক প্রেসক্রিপশন করে দেন চান্দিনা শাখার প্যারামেডিক মোঃ আবদুল্লাহ আল ফয়েজ। পরবর্তীতে ২০ই মার্চ ২০২৩ তারিখে ফলোআপ করে দেখা যায় মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে। আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে মেয়েটি ও তার পরিবার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৯.২.৬ Tenia Corporis

ইকরা, চিওড়া শাখা

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে চিওড়া শাখার বিষ্ণুপুর হেলথ স্পটে মোছাঃ মুক্তা আক্তার নামের একজন সদস্য তার ৫ বছর বয়সী শিশুকে নিয়ে আসেন। শিশুটির গলায় চর্মরোগ ছিল। সংস্থার এমবিবিএস ডা. সাদিকুন নাহার ঝুমুর টেলিসেবার মাধ্যমে শিশুটির Tenia Corporis রোগ নির্ণয় করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার নির্দেশনা দেন। সে মোতাবেক প্রেসক্রিপশন করে দেন চিওড়া শাখার প্যারামেডিক আসিফ জারদারী। ১৪ই মার্চ ২০২৩ তারিখে ফলোআপ করে দেখা যায় শিশুটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে। শিশুটির পরিবার আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১০. একনজরে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রম

বিবরণ	মার্চ - জুন, ২০২৩		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৫১৬২ টি	৬০৯৮ জন	১৬১০০ টি	৬৬৪৪৫ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৬২০৫ টি	২০৮৩৬ জন	১০৪২৪৮ টি	৮৯৬৩৮২ জন
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪ টি	১৫৫২ জন	৪ টি	৬১১৮০ জন
কাউন্সেলিং সেশন	২৯১১ টি	৩০৯১৩ জন	৭৩৪২২ টি	৮১৮৩৮৪ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২৬৯৪ জন	২,৭১,০২৫ টাকা	৫৫৩২৫ জন	১,৩০,৬১,১০৩ টাকা
টেলিমেডিসিন	৮৯ দিন	২৫৯৫ জন	২৬৪৬ দিন	৪৪৭৬৫ জন
ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প	১৯ টি	১২০৩ জন	২৫২ টি	১২৭৯৫ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৭ টি	৮৬৬ জন	১২৫ টি	৩৩০২০ জন
চক্ষু ক্যাম্প	৩ টি	৫১০ জন	৩০ টি	১৩৪৭০ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১৮ টি	৯০০জন	৬৯ টি	৩৬৯০ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্তদের জন্য)	৪০১ টি সেশন	৩৬জন	১৬৩০ টি	৬৪ জন

বিগত কোয়ার্টারে মাসভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার বিবরণ

ক্রমিক নং	মাস	জেনারেল হেলথ পেশেন্ট	বৈকালিক চেক আপ	টেলিমেডিসিন	ফলোআপ	সর্বমোট
১.	মার্চ	৬২৫৬	১৯০২	৮৪১	১৫৫৬	১০৫৫৫
২.	এপ্রিল	৪৪৮৮	১১০২	৫২২	১১২৩	৭২৩৫
৩.	মে	৫৫৬১	১৮৯৩	৭৩৪	১৩২৯	৯৫১৭
৪.	জুন	৪৫২৩	১২০৩	৪৯৮	১২২৪	৭৪৪৮
	মোট	২০৮২৮	৬১০০	২৫৯৫	৫২৩২	৩৪৭৫৫

আইডিএফ হেল্থ ক্যাম্প এর তথ্য (মার্চ ২০২৩ ইং- জুন ২০২৩ইং)

ক্রমিক নং	বিবরণ	রোগীর সংখ্যা (জন)	ক্যাম্পের সংখ্যা
১.	ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প	১২০৩	১৯
২.	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা	৯০০	১৮
৩.	ডায়াবেটিস পরীক্ষা	১১২০	২১
৪.	চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প	৫১০	০৩
৫.	জেনারেল হেলথ ক্যাম্প	৮৬৬	৭
৬.	বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২৬৯৪	২,৭১,০২৫ টাকা
	মোট	৭২৯৩	৬৮

IDF

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

বাড়ি : ২০, এভিনিউ : ০২, ব্লক : ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ।

ফোন : + ৮৮০২-৫৫০৭৫৩৮০ । ওয়েভ : **www.idfbd.org**